Gender Platform
BANGLADESH

Secretariat
Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS
House # 20; Road # 11 (New) 32 (Old);
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
Tel: +88-02- 41020280; 41020281
E-mail: genderplatformbd@gmail.com

জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত
সংবাদ সম্মেলন

তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০২১
স্থান: জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ!
আপনাদের সবাইকে জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাড. সীমা জহুর, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আশরাফ উদ্দিন মুকুট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, ফেয়ারওয়্যার ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মোঃ বাবলুর রহমান, মনডিয়াল এফএনভি'র কনসালটেন্ট মোঃ শাহীনুর রহমান, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল এবং কর্মজীবী নারীর প্রতিনিধি-- প্রমুখ।

আপনারা জানেন কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানবাধিকার/শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট 'জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ' গঠিত হয়। বর্তমানে এই জোটের সদস্য হলো বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলও), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ), আওয়াজ ফাউন্ডেশন, কর্মজীবী নারী এবং ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। গঠনের পর থেকেই কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিগত ২০০৯ সালে মহামান্য হাইকোর্টের প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান-এ যৌন হয়রানি মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন" (খসড়া) প্রণয়নের কাজ শুরু করে এই প্ল্যাটফর্ম। শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠন যারা জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে এবং তা অনুসরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তারাই প্ল্যাটফর্মের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যপদ লাভ করে। জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রমগুলো হলো-

১. যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের জন্য পলিসি অ্যাডভোকেসি;
২. ২০০৯ সালে হাইকোর্টের নির্দেশনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ;
৩. হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠান সমূহে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও কার্যকরী করণে উদ্যোগ গ্রহণ;
৪. তথ্য, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি;
৫. বিভিন্ন শ্রমঘণ এলাকায় আঞ্চলিক কমিটি গঠন;
৬. আইএলও কর্তৃক প্রণীত কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করার বিষয়ে অ্যাডভোকেসি।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ!
আজ আমরা যে বিষয়গুলো আলোকপাত করতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি তার মধ্যে একটি হলো, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপন। কর্মক্ষেত্রে যে কোন ধরণের যৌন হয়রানি প্রতিকূল অবস্থার

Secretariat
Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS
House # 20; Road # 11 (New) 32 (Old);
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
Tel: +88-02- 41020280; 41020281
E-mail: genderplatformbd@gmail.com

সৃষ্টি করে যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি যৌন হয়রানি মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। সে সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা ঘটে এবং তা সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে থাকে। যেমন, ২০০৬ সালের মে মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল আমান এর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। একই বছর নভেম্বর মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের সত্যতা প্রাপ্তি। গার্মেন্টস, এনজিও'সহ নানা ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনার প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ১৫ আগস্ট 'দি ডেইলি স্টার' যৌন হয়রানি বন্ধে কোন আনুষ্ঠানিক অভিযোগে শুনানির ব্যবস্থা না থাকার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি রিটটি দায়ের করে এবং এর আলোকে ২০০৯ সালের ১৪ মে মহামান্য হাইকোর্ট কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ১১টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন।

উপস্থিত বন্ধুগণ!

বিদ্যমান আইনের পরেও যেমন: "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন", "বাংলাদেশ শ্রম আইন" ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কেন কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পৃথক আইন প্রয়োজন সে বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট তার রায়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। রায়ে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে কোর্টের এই আদেশ ও নির্দেশনাগুলো জাতীয় সংসদ কর্তৃক এ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত ও কার্যকর আইন প্রণিত না হওয়া পর্যন্ত অনুসৃত ও পরিপালিত হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা গেছে একদিকে যেমন মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মত কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কোন আইন পাশ হয়নি তেমনি এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট যে ১১টি নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলোও কোন কোন প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়নি। এর ধারাবাহিকতায় জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে **"কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন ২০১৮"** এর প্রস্তাবিত খসড়া তৈরী করে এবং একই বছর আইন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বরাবর আইনের খসড়াটি পেশ করা হয়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ!

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে নারীরাও। সরকারি-বেসরকারি চাকরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব জায়গায় এখন নারীরা কর্মরত। পাশাপাশি নানা ধরনের সমস্যায়ও তারা পড়ছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এখনো বৈষম্যের শিকার। উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো যৌন হয়রানি। শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, বিভিন্নভাবে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। নারীর নিরাপত্তার বৈষম্য খুবই প্রকট। দিনে দিনে নারীদের প্রতি যৌন হয়রানির মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং বর্তমানে তা এক ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে।

সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর করা এক জরিপে উঠে এসেছে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারাও (ইউএনও) অসহযোগিতা ও নানা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও যৌন হয়রানিরও শিকার হয়েছেন। জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সময় ৫ দশমিক ৭ শতাংশ ইউএনও যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে টিআইবি'র গবেষণায় উঠে এসেছে (যুগান্তর; ৫ নভেম্বর ২০২১)। এটি খুবই উদ্বেগের বিষয়। এরকম ঘটনা কর্মজীবী নারীর জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে এবং চাকরিতে তাদের কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়।

Secretariat
Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS
House # 20; Road # 11 (New) 32 (Old);
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
Tel: +88-02- 41020280; 41020281
E-mail: genderplatformbd@gmail.com

অন্যদিকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক গবেষণায় দেখা গেছে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে শুধু ২০২১ সালের অক্টোবর মাসেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এক হাজার ৬০৩ জন নারী ও শিশু। এর মধ্যে ১০১ জন ধর্ষণ, ১৮ জন অপহরণ ও ২৯ জন পাচারের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও ৫১ জন নারীকে হত্যা এবং আরও ২৮ জন নারীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। (বাংলাদেশ প্রতিদিন; ৩ নভেম্বর ২০২১)। এছাড়া চলতি বছর প্রথম ১০ মাসে ৩ হাজার ১২৮ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণ, অপহরণ, শ্লীলতাহানিসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। (আজকের পত্রিকা, ২৭ নভেম্বর ২০২১)

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের 'কন্যাশিশু পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ২০২১' এর তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে ১৯৩ জন কন্যাশিশু হত্যার শিকার হয়েছে। পাশাপাশি ৮১৩ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার ও ১১২ জন যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। একই সময়ে ১২৭ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়। এ ছাড়া ১১২ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় এ বছর যৌন হয়রানির ঘটনা ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। (প্রথম আলো, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১)

পাশাপাশি এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোভিড- ১৯ পরিস্থিতিতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা পর্যবেক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য মুঠোফোনে জরিপ করে। ৫৩ জেলায় গত বছরের এপ্রিল থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬৫ হাজার মানুষের মধ্যে এই জরিপ কার্যক্রম চলে। এই জরিপে দেখা যায়, ৪৮ হাজার ২৩৩ জন নারী ও শিশু পারিবারিক ও অন্যান্য ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ও ৬৭ শতাংশ শিশু পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। (ইত্তেফাক; ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১, জাগোনিউজ২৪.কম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর সংবাদপত্রভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১২৩ জন নারী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন। এরমধ্যে কর্মস্থলে ৪৬ জন এবং কর্মস্থলের বাহিরে ৭৭ জন নারী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

নারীরা যে কোথাও নিরাপদ নয় তা এসব ঘটনা আবারো প্রমাণ করেছে। নারী এবং নিরাপত্তা শব্দ দুটি যেন আমাদের সমাজে ক্রমশ বিপরীতমুখী শব্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে। ঘরে-বাইরে, পরিবারে, লোকালয়ে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গণপরিবহণে এমনকি লাশকাটা ঘরে মৃত নারীও নিরাপদ নন। নারীর নিরাপত্তা এখন বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন। সমাজ জীবনের এমন একটি জায়গা পাওয়া যাবে না যেখানে নারী নিরাপদ, যেখানে নারীকে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয় না। এই নিরাপত্তাহীনতার অবসান কিভাবে ঘটবে সেটাই প্রশ্ন?

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ!

আজকের সংবাদ সম্মেলনে তৃতীয় যে বিষয়টিতে আমরা আলোকপাত করছি তা হলো আইএলও কর্তৃক প্রণীত কনভেশন ১৯০ যার বিষয় হলো "ইলেমিনেশন অব ভায়োলেন্স এন্ড হেরাসমেন্ট ইন দি ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক"। এই কনভেশনটি ২০১৯ সালের ২১ জুন আইএলও'র ১০৮তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত ছয়টি দেশ (আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর, ফিজি, নামিবিয়া, সোমালিয়া ও উরুগুয়ে) 'সহিংসতা ও হয়রানি সনদ-২০১৯ (আইএলও কনভেনশন-১৯০)' অনুস্বাক্ষর করেছে। অনুমোদনের দুই বছর পর এটি চলতি বছরের ২৫ জুন থেকে বিশ্ব পরিমন্ডলে কার্যকর হয়েছে (যুগান্তর; ২৫ জুন ২০২১)। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে এই কনভেশনটি বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত হলে তা বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদৃঢ় করবে, তেমনি বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে। সেজন্য প্রয়োজন, এই কনভেনশনটি যথাযথ পর্যালোচনা

Gender Platform
BANGLADESH

Secretariat
Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS
House # 20; Road # 11 (New) 32 (Old);
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209
Tel: +88-02- 41020280; 41020281
E-mail: genderplatformbd@gmail.com

করে অনুস্বাক্ষরের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দ্রুততম সময়ের মধ্যে 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন' পাশ ও আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর বাংলাদেশের ভয়াবহতার চিত্র পাল্টাতে ও সর্বক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদন ২০২১ অনুযায়ী নারী-পুরুষের সমতায় বেশ পিছিয়ে বাংলাদেশ। এতে দেখা গেছে, নারী-পুরুষের সমতার দিক থেকে বিশ্বে ১৫৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এখন ৬৫তম অবস্থানে রয়েছে। গত বছরও বাংলাদেশের এ অবস্থান ছিল ৫০তম। (প্রথম আলো; ৩১ মার্চ ২০২১)

তবে আশার কথা হচ্ছে সম্প্রতি যৌন হয়রানি-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, প্রাপ্ত অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেওয়ার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৮ অক্টোবর ২০২১ হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশে এ কমিটি গঠন করা হয় (বাংলাদেশ প্রতিদিন; ৫ নভেম্বর ২০২১)। এরকম কমিটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গঠনের বিষয়ে জোর দিতে হবে। একটি অসাম্প্রদায়িক, নির্যাতনমুক্ত, সহিংসতাহীন, সভ্য, সব মানুষের জন্য সমমর্যাদার দেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

নারীর প্রতি হয়রানি ও নির্যাতন রোধে আমরা জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আপনাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি উল্লেখ করছি ঃ

১. যৌন হয়রানি মুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন" প্রণয়ন করতে হবে;
২. কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করতে হবে;
৩. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালে প্রদানকৃত হাইকোর্টের নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে; কর্মস্থলে যাতায়াতের পথে এবং সমাজে নারী শ্রমিকের যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
৪. আদালতের নির্দেশনা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, সে জন্য সরকারি উদ্যোগে একটি তদারকি কমিটি গঠন করা;
৫. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিচার নিষ্পত্তি করা ও বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করা;
৬. নারীর প্রতি সহিংসতামুক্ত সংস্কৃতি চর্চা করা;

আপনাদের সবাইকে আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ এর পক্ষে

আশরাফ উদ্দিন মুকুট
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন